কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা ❑ মাঘ-১৪৩২, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কক্সবাজারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী ... ২

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী স্টেকহোল্ডারদের ... ৩

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে পটুয়াখালীতে কৃষি ... ৪

সিরাজগঞ্জে খরিপ ১ মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা ... ৫

চরাঞ্চলে অর্গানিক কৃষির সূচনা করতে হবে– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ বলেছেন, চরাঞ্চলে অর্গানিক কৃষির সূচনা করতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের বিস্তীর্ণ চর এলাকায় মাটির গুণাগুণ ভালো। চরাঞ্চলে রপ্তানিমুখী অর্গানিক শস্য উৎপাদনের জন্য আদর্শ পরিবেশ বিদ্যমান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে কৃষি পণ্য রপ্তানি করতে হলে চরাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে প্রাধান্য দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষি খাত শক্তিশালী হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। কৃষি খাতকে ঢেলে সাজানো হবে। সারের ব্যবহার কমানো, মাটির গুণাগুণ ঠিক করা, কৃষি সেচের খাল খননসহ বিবিধ বিষয়ে মন্ত্রী সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান।

মতবিনিময়কালে কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি বলেন, প্রকৃত কৃষকরা যাতে প্রণোদনা, কৃষি ঋণসহ কৃষিবিষয়ক সহায়তা পায় সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। এছাড়া কৃষি কার্ড প্রদানের জন্য সরকার কাজ শুরু করেছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান।

মাননীয় কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু মহোদয়ের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার উর্ধ্বতনকর্মকর্তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

দেশের কৃষকরাই কৃষির আসল কারিগর : দিনাজপুরে কৃষি সচিব

নশিপুরের বাংলাদেশ পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্রের পাটবীজ উৎপাদন ক্ষেত পরিদর্শন করেন কৃষি সচিব মহোদয়

দেশের কৃষকরাই সত্যিকার অর্থে কৃষি বোঝেন বলে মন্তব্য করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। তিনি বলেন, খাদ্যের বড় একটি জোগান দিচ্ছে দিনাজপুর, আর এই সাফল্যের মূল কারিগর এ দেশের কৃষকরা। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন, নতুন নতুন জাত

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাণিজ্যিক ও যান্ত্রিক কৃষির পথে বাংলাদেশ : ডিএই মহাপরিচালক

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখছেন কৃষিবিদ মো. আব্দুর রহিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জুড়ী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারের আয়োজনে জুড়ী উপজেলা প্রাঙ্গণে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী কৃষক-কৃষাণীদের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মতবিনিময় সভা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রাজশাহীতে মাশরুম চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' প্রকল্পের আওতায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি রোববার সকাল ১০ ঘটিকায় রাজশাহীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি আয়োজন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মতিহার মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আজিজুর রহমান। পুষ্টিকর সবজি, এর জনপ্রিয়তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে 'মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' প্রকল্পের আওতায় ও মাশরুম উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফলে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, এতে করে অনেকের কর্মস্থান তৈরি হচ্ছে। মাশরুম চাষের একটি বিশেষ সুবিধা হচ্ছে জায়গা ও মূলধন কম লাগে। ছোট্ট ঘরে কাঠ বা লোহার তৈরি তাকে বিশেষ পদ্ধিতে মাশরুম চাষ করা যায়। মাশরুম চাষ সম্প্রসারিত হলে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সাহায়ক হবে।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আজিজুর রহমান

বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা করেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মিতা সরকার ও অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ পাপিয়া রহমান মৌরী। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মতিহার মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সম্পা আকতার। প্রধান অতিথি বলেন, মাশরুম একটি এতে অন্যান্য প্রশিক্ষকগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহীর কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক-কৃষাণী, ছাদবাগানীসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী। এ ছাড়াও রাজশাহী বিনোদপুরের মাশরুম চাষি মো. আমিনুল ইসলাম মাশরুম তৈরির সব প্রক্রিয়া স্বহস্তে দেখান এবং তার বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

কক্সবাজারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো: মসীহুর রহমান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কক্সবাজারের ঝিলংজা হর্টিকালচার সেন্টারে ১৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২১ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মো: মসীহুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য তুলে ধরে প্রধান অতিথি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি হচ্ছে কর্মরত জনবল, যা মানবসম্পদ হিসেবে গণ্য। এ মানবসম্পদকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠান তার কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয় জনশক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জনবলকে সুশৃঙ্খলভাবে চালিত করা, অর্থাৎ মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য হাসিল করা। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বহুমুখী পদক্ষেপ আছে। যার মধ্যে অন্যতম কর্মীদের প্রেষণা প্রদান। কর্মীদের আর্থিক ও অনার্থিক প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদলকে সক্রিয় ও সন্তুষ্ট রাখা হয়। যার মূল লক্ষ্য বিদ্যমান জনবল হতে সর্বোচ্চ কর্মশক্তি আদায় করা।

প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার জেলার উপপরিচালক ও সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. বিমল কুমার প্রামানিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেন, নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নতুন উদ্যোগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজ করতে মন ও মানসিকভাবে কাজের গতিশীলতা বাড়াতে এরকম প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী।

বিশেষ অতিথির আলোচনায় ঝিলংজা হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ কুতুবউদ্দিন বলেন, কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানসিকভাবে উৎফুল্ল তৈরি করার মতো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সুন্দর স্থানের মধ্যে কক্সবাজার অন্যতম। এই সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে তাঁর এই সেন্টারকে পছন্দ করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি ঢাকার প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুনের উপস্থাপনায় সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি ঢাকার গণযোগাযোগ বিভাগের উপপরিচালক কৃষিবিদ ফেরদৌসী ইয়াসমিন। উল্লেখ্য, এই সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ি ঢাকার ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নিয়েছেন।

মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী অংশীজনের সাথে জয়দেবপুর, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কাওছার আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরেজমিন বিভাগ, ময়মনসিংহের আয়োজনে গত ১৭ জানুয়ারি সকাল ১০টায় কৃষি তথ্য সার্ভিস হলরুমে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী অংশীজনের সাথে স্টেকহোল্ডারদের উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ময়মনসিংহের ড. মো. আব্দুল হেলিম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, জয়দেবপুর, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কাওছার আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ জয়দেবপুর, গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রবিউল আলম, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, ময়মনসিংহের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ জয়দেবপুর, গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. রবিউল আলম, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, ময়মনসিংহের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নার্গিস সুলতানা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পুষ্টি কর্নার : পেয়ারা

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৫.৪ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৩ কিলোক্যালরি, পানি ৮১.৪ গ্রাম, আমিষ ১.০ গ্রাম, চর্বি ০.৫ গ্রাম, শর্করা ১০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৩৩ গ্রাম, ভিটামিন ই ০.৭৩ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.২১ গ্রাম, রাইবোফ্লাবিন০.০৯ গ্রাম, ভিটামিন সি ২২৮.৩ পেয়ারার শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ক ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভালো কাজ করে। ক্ষতস্থানে থেঁতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়, বাংলাদেশের সবখানেই কমবেশি পেয়ারার চাষ হয়। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলা উল্লেখযোগ্য।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

দেশের কৃষকরাই কৃষির আসল কারিগর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্ভাবন করেন কৃষকদের জন্য, কিন্তু কৃষকরা কষ্ট করে সেসব ফসল উৎপাদন না করলে দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতো না। কৃষকরাই তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলছেন।

১০ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. শনিবার বিকালে দিনাজপুরের নশিপুর এলাকায় বাংলাদেশ পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত কৃষকদের সঙ্গে পৃথক মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে তিনি পাট ও গম চাষ সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

কৃষি সচিব বলেন, পাটের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়াতে সরকার কাজ করছে। বর্তমানে দেশে যে পরিমাণ পাট আবাদ হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় বীজের একটি বড় অংশ ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশে পাটবীজ উৎপাদনে সক্ষমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াতে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও উৎপাদিত পাট বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন,

পাটের পাশাপাশি দেশে গমের আবাদ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত এবং এ রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। গম ক্ষেতে আগাছা দমনসহ ফলন বৃদ্ধির জন্য লাগসই ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে এবং নতুন নতুন গমের জাত উদ্ভাবনের কাজ চলমান রয়েছে। এসব গবেষণার ফলে দেশে মানসম্মত গমবীজের সংকট নিরসনে বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এর আগে কৃষি সচিব দিনাজপুর পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র আয়োজিত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল পাট ও পাটজাত আঁশ ও বীজ ফসলের উন্নত জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ মাহফুজ বাজ্জাজ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. নার্গিস আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মোঃ ওবায়দুর রহমান মন্ডল, বিডব্লিউ এমআরআই প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল হাকিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক রিয়াজ উদ্দিন, দিনাজপুর পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোস্তানছির বিল্লাহ, জেএফএ মোজাম্মেল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পাট একটি অত্যন্ত লাভজনক ফসল। শুধু আঁশ নয়, পাটের বীজ উৎপাদনের মাধ্যমেও কৃষকরা লাভবান হতে পারেন। এ কারণে পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহী করতে সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে বলে জানানো হয়।

মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমীন উর রশীদ ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু মন্ত্রণালয়ে সকল কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সাথে মতবিনিময়কালে এআইএস-এর পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

বাণিজ্যিক ও যান্ত্রিক কৃষির পথে বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আব্দুর রহিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত জাতের ফসলের সংযোজনে বাংলাদেশের কৃষি আজ এক নতুন ধাপে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি বাণিজ্যিক ও যান্ত্রিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তিনি বলেন, একসময় কাঠের লাঙল ও গরু দিয়ে হালচাষ করা হতো, যা এখন ইতিহাস। শুষ্ক মৌসুমে সেচ পানির সংকট ও বর্ষায় বন্যা এ অঞ্চলের বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব সমস্যা মোকাবিলায় পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষি অফিস ও কৃষকদের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারলে এ অঞ্চলের কৃষি আরও এগিয়ে যাবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মহাপরিচালক মহোদয় জানান, সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের আধুনিক কৃষিযন্ত্র, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে যেখানে আগে কেবল ধান ও পান চাষ সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এখন বিভিন্ন লাভজনক ফসল চাষে কৃষকরা যুক্ত হচ্ছেন।

কৃষিবিদ মাহমুদুল আলম খান, উপজেলা কৃষি অফিসার, জুড়ী এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় কৃষকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে কৃষকরা নিয়মিত কৃষি উপকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাচ্ছেন, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. জালাল উদ্দিন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার; কৃষিবিদ মো. রকিব উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প; কৃষিবিদ মো. জহিরুল হক, অতিরিক্ত উপপরিচালক, ডিএই, ঢাকা; কৃষিবিদ ড. হুমায়ুন কবির, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ফ্রিপ এবং কৃষিবিদ মো. ফরহাদ মিয়া, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান), ডিএই, মৌলভীবাজার।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে পটুয়াখালীতে কৃষি সিনেমার আয়োজন

সিনেমা প্রদর্শন শেষে কুইজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন পটুয়াখালী সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. নাজমুল ইসলাম মজুমদার

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে পটুয়াখালীতে কৃষিসিনেমা প্রদর্শন করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সদর উপজেলার জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. নাজমুল ইসলাম মজুমদার। কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী সদরের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. এখলাছুর রহমান এবং দুধলমৌ এ. কিউ. এম. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য লাভলী বেগম, গাবুয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান মৃধা প্রমুখ। চলচ্চিত্র প্রদর্শনে কুইজের আয়োজন করায় দর্শকের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে চলচ্চিত্র প্রদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ ক্ষেত্রে শোনা এবং দেখা একই সাথে হয়। ফলে প্রযুক্তিগুলো কৃষকরা সহজেই মনে রাখতে পারেন। শিক্ষণীয় এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষিত। এর সাথে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় আরো আকর্ষণীয় এবং প্রাণোবন্ত হয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি। প্রদর্শনে দুই শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি ৫ জন কুইজ বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কুইজ বিজয়ীরা হলেন মো. মজিবুর রহমান সিকদার, রেখা আক্তার, মো. সুমন মাতুব্বর, মোসাম্মৎ লাভলী বেগম এবং মো. বাপ্পি মৃধা।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

জয়দেবপুর, গাজীপুরের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ। প্রধান অতিথি বলেন যে, বারির অনেক ভালো মানের জাত আছে সেসব জাত কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে কৃষকরা উপকৃত হবে। বারির বিজ্ঞানীরা দিন রাত পরিশ্রম করে জাত আবিষ্কার করে তা ভালোভাবে প্রচার না করার কারণে কৃষকরা জানতে পারে না। তাই বারি এবং কৃষি সম্প্রসারণ একসাথে কাজ করে বারির জনপ্রিয় জাতগুলো কৃষকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বারি কী ধরনের ফসল নিয়ে কাজ করে তা তিনি সকলকে ধারণা দেন। এ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ৪ উপজেলার কৃষক, বীজ ব্যবসায়ী, উদ্যাক্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক সহকারীসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী।

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

ভোক্তাপর্যায়ে জনসচেতনতা তৈরি করবে কৃষি

শেষ পৃষ্ঠার পর

করেন। সকল কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কৃষিকথার গ্রাহক হওয়ার আহবান জানান তিনি। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের করণীয় শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবু নোমান ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চল ও মোহাম্মদ সফিউজ্জামান, মূখ্য প্রশিক্ষক, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা। বিশেষ অতিথি দিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ ওবায়দুর রহমান মণ্ডল, পরিচালক ও সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের ধাপ হিসেবে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে। কৃষকদের মাঝে সঠিক সময়ের তথ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে দেয়া, গ্রামপর্যায়ে বিভিন্ন ব্লগারদের সাথে একত্রিত হয়ে তাদের মাধ্যমে তথ্য সেবা পৌঁছানো, রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছোট ছোট রিলসের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি, ফুড সেফটির জন্য ই-লার্নিং ব্যবহার করাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এসময় আলোচনা করা হয়। এ সময় বক্তারা বলেন দায়িত্বশীল কৃষিই হতে পারে স্থায়িত্বশীল কৃষি। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তরসংস্থার প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি, সাংবাদিক প্রতিনিধি, ছাত্র প্রতিনিধিসহ ৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছে। সেমিনার শেষে কৃষিকথা ম্যাগাজিনে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখায় ঢাকা অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দশজন কর্মকর্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার সাবরিনা আফরোজ জানান কৃষি তথ্য সার্ভিসের গৌরবময় পথচলার অংশীদার কৃষিকথা। সুদীর্ঘকাল থেকে মাসিক এ কৃষি ম্যাগাজিনটি কৃষক-কৃষানী, সম্প্রসারণকর্মী, ছাত্রছাত্রীসহ আপামর কৃষিজীবীদের কৃষি তথ্য চাহিদা পূরণে সচেষ্ট আছে। ১৪৩২ বঙ্গাব্দে সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহ ও মাঠপর্যায়ে কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেবার কাজে সহায়তা করার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এবারের সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হলেন মোঃ ওবায়দুল ইসলাম খান অপু, উপজেলা কৃষি অফিসার, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ, অভিজিত সরকার, উপজেলা কৃষি অফিসার, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ফারজানা তাসলিম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, নাটা এবং সাবেক উপজেলা কৃষি অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, মোঃ আব্দুস সামাদ, উপজেলা কৃষি অফিসার, নিকলী, কিশোরগঞ্জ, সুমাইয়া সুলতানা বন্যা, উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীপুর, গাজীপুর, নূর ই আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ, আশরাফুল আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, জয়নুল আলম তালুকদার, উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, কিশোরগঞ্জ, মোঃ আরিফুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার, ধামরাই, ঢাকা এবং ড. মোঃ সাদিকুর রহমান, উপপরিচালক, কিশোরগঞ্জ।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

সিরাজগঞ্জে খরিপ ১ মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কৃষি কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সারের মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিতে বাজার মনিটরিং, কৃষিকথায় লেখা প্রেরণ, ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় পরামর্শ কৃষিবিদ এ কে এম মনজুরে মাওলা, উপপরিচালক

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, সিরাজগঞ্জের আয়োজনে খরিপ-১/২০২৫-২৬ মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে হর্টিকালচার সেন্টার খোকশাবাড়ি প্রশিক্ষণ হলে এ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ এ কে এম মনজুরে মাওলা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও বিগত রবি ২০২৫-২৬ মৌসুমের কৃষি কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা রেজুলেশন পাঠ করেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোহাম্মদ রেজাউল হক। সভায় বিগত রবি ২০২৫-২৬ মৌসুমের কৃষি কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বর্তমান কৃষির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন, উদ্ভাবিত আধুনিক প্রযুক্তিগুলো বাস্তবায়নে সব দপ্তরের সাথে সমন্বয়, ব্রিধান ৯৮ ফলন ভালো হওয়ায় এর সম্প্রসারণ, রবি মৌসুমের ফসলের রোগ ও বালাই সম্পর্কিত আলোচনা, চলতি বোরো মৌসুমে রাসায়নিক সারের মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং, কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে কৃষিকথা ম্যাগাজিনে লেখা প্রেরণ এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, দণ্ডায়মান ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, এসসিএ, বিএ-ডিসি, বিএসআরআই, বিজেআর-আই, এসআরডিআই, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বারি (ওএফআরডি), ব্রি, বিনা, আঞ্চলিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বিসিআইসি সার, কীটনাশক ও বীজ ডিলার প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধিসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাদল চন্দ্র সরকার, কৃতসা, পাবনা

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক সভা (মাঘ-চৈত্র) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক জনাব মো. মসীহুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের উপপরিচালক জনাব খালেদা পারভিন এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) জনাব ফেরদৌসী ইয়াসমিন। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় কৃষি খাতে তথ্য প্রচার ও সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা, চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কৃষকদের কাছে সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে কৃষি মিডিয়ার কার্যকর ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীরা কৃষি তথ্য প্রচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমন্বিত করার বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কৃষিমন্ত্রণালয়

সুস্বাস্থ্যের জন্য ফলিত পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ

সুস্বাস্থ্যর জন্য ফলিত পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) উদ্যোগে খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলা কৃষি অফিস কনফারেন্স রুমে ২ ব্যাচের ৩ দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে উপসহকারী কৃষি অফিসার, স্কুল শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও কর্মী, ইমাম, পুরোহিত ও কৃষক-কৃষাণীসহ মোট ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা জেলার উপপরিচালক, কৃষিবিদ মো: নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার, মো: কিশোর আহমেদ, সিনিয়র উপজেলার মৎস্য অফিসার স্নিগ্ধা খাঁ বাবলী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার মাহমুদা সুলতানা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার পলাশ কুমার ও উপজেলা মেডিক্যাল অফিসার এবং বারটান আঞ্চলিক কার্যালয় ঝিনাইদহের দুই জন কর্মকর্তা, সোনিয়া শারমিন, এসএসও এবং মো: বেলাল হোসেন, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

কৃষিবিদ শারমিনা শামিম, কৃতসা, খুলনা

পরিত্যক্ত জমিতে বরই চাষ করে সফলতা পেয়েছেন মিরসরাই উপজেলার কলেজ পড়ুয়া ৩ ভাই

বাড়ির ছাদে টবে সবজি ও ফলের গাছ লাগানো ছিল তিন ভাইয়ের শখ, আর সেখানেই শুরু অসাধারণ এক সাফল্যের গল্প। তারপর ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত জমিতে বরই চাষের দিকে মন দেন তিনভাই। চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় গ্রামের কলেজপড়ুয়া তিন ভাই সাজ্জাত হোসেন, সাফায়েত হোসেন ও সাইফ হোসেনের। তারা ওই গ্রামের সাইদুল আলমের ছেলে। পরিবার সূত্র জানায়, ২০২৩ সালে তিন ভাই প্রথমে ৫০ শতক জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বরই চাষ শুরু করেন। অনেকের কাছে তখন বিষয়টি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরেও আরো ৭০ শতক জমিতে বাগান সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে ১২০ শতক জমিতে পাঁচ শতাধিক বরই গাছে ফল ধরেছে তাদের।

নিজ হাতে ফসল সংগ্রহ করছেন দুই উদ্যোক্তা

উদ্যোক্তা সাজ্জাত হোসেন বলেন, 'আমাদের বাগানে বর্তমানে সাত প্রজাতির বরই রয়েছে। এর মধ্যে বলসুন্দরী, চায়না টক-মিষ্টি, কাশ্মিরী রেড আপেল ও বারোমাসি বরই উল্লেখযোগ্য। ২০২৫ সালে প্রথমবার ফল বিক্রির উপযোগী হলে প্রায় এক টন বরই বিক্রি করি, যার বাজার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় এক লাখ ২০ হাজার টাকা। চলতি মৌসুমে দুই টনের বেশি ফলনের আশা করছি, যার সম্ভাব্য বাজার মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা।

উদ্যোক্তা সাফায়েত হোসেন বলেন, 'মিরসরাই উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্মলহোল্ডার অ্যাগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের (এসএসিপি) আওতায় আমরা প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পাই। এ ছাড়া গাছের চারা, সার ও প্রযুক্তিগত সহায়তাও করেন, যা আমাদের সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা রাখে।'

মিরসরাই উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ চন্দ্র রায় বলেন, 'পরিত্যক্ত জমিকে কাজে লাগিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার এই উদ্যোগ এখন এলাকায় অনুপ্রেরণার নাম। কলেজপড়ুয়া তিন ভাইয়ের উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করতে আমরা কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও প্রযুক্তিসহযোগিতা করেছি। আশা করছি, তাদের সফলতা দেখে আরো অনেকেই বরই আবাদে এগিয়ে আসবে।'

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কুমিল্লায় টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

জেলা ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় বক্তারা

কুমিল্লায় টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা জেলার ব্যবস্থাপনায়, মিয়ামী রিসোর্টে ২৯ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখে, অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সম্প্রসারণ অধিশাখা) মোহাম্মদ এনামুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ রাশেদ হাসনাত, প্রকল্প পরিচালক, 'কুমিল্লা অঞ্চলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প'। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএই, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ মিজানুর রহমান। কারিগরি সেশনে মৃত্তিকার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার কুমিল্লার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এস.এম জোবায়ের আল আরমান। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত ধানের জাত, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মামুনুর রশিদ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, বারি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মুক্তার হোসেন ভূইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি কুমিল্লার যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ বদর উদ্দিন ভূইয়া, বিস্ট্রং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সাবিনা ইয়াছমিন, পার্টনার প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক, বারি অঙ্গ, ড. রোজিনা আফরোজ ছন্দা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন 'কুমিল্লা অঞ্চলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মোঃ ইমরান আহমেদ

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

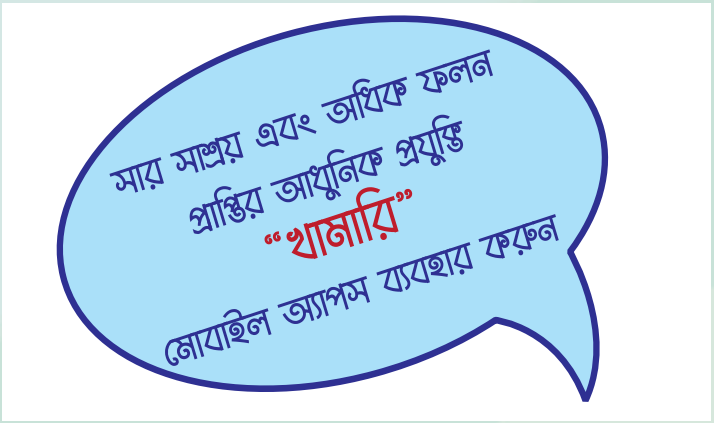

খরিপ ২০২৬-২৭ মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা সভা

বক্তব্য প্রদান করছেন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের

২০২৬-২৭ অর্থবছরে খরিপ মৌসুমে অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম ও নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় খরিপ ২০২৬-২৭ মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা সভা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের কৃষি প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭-জানুয়ারি/২০২৬ ইং অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। সভায় বিভিন্ন জেলার ডিএইর উপপরিচালকগণ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ উপজেলার পতিত জমির অবস্থান, খরা লবণাক্ততা, সেচের ব্যবস্থাসহ চাষাবাদের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠিত সভায় এটিআই এর অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ডিএইর উপপরিচালকগণ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ, কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের অঞ্চলিক কর্মকর্তাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি-ময়মনসিংহে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুর রহমান ও কৃষি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মির্জা আশফাকুর রহমান। এ সময় সচিব মহোদয় ময়মনসিংহ চর এলাকার কৃষক গ্রুপের মাঝে, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতার সেচ সহায়ক যন্ত্রপাতি ও ক্যানভাস পাইপ বিতরণ করেন। একই সাথে তিনি এই মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সভাপতি উপস্থিত কৃষক- কিষাণীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এদেশের কৃষক-কৃষাণীদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান কৃষি যে টেকসই কৃষিতে পরিণত হতে যাচ্ছে তা শুধু আপনাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই ধরনের কৃষিমেলা কৃষিকে সহজীকরণের অন্যতম মাধ্যম, কৃষি উন্নয়নে এই ধরনের মেলার আয়োজন আমাদের বেশি বেশি করতে হবে, যাতে করে আমাদের কৃষক-কৃষাণীরা কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা পায়।

মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস হ্যাপী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জোবায়রা বেগম সাথীসহ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গণমাধ্যম কর্মীরা।

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা
❑ মাঘ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

আগামী এক বছরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে কৃষি পণ্য রপ্তানি করা হবে- মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ বলেছেন, আগামী এক বছরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে কৃষি পণ্য রপ্তানি করা হবে।

মন্ত্রী মহোদয় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন, কৃষি দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের বৃহৎসংখক জনগোষ্ঠী এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি খাতকে ঢেলে সাজানো হবে। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে কৃষিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মাননীয় মন্ত্রী আগামী এক বছরে কৃষি পণ্যের আমদানি কমিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষি পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান।

দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মন্ত্রী মহোদয় সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়কালে কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি বলেন, কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের সবাইকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে মাননীয় কৃষি, খাদ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু

মোহাম্মদ জাকির হোসেন,
সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃতসা, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি –ময়মনসিংহে কৃষি সচিব

কৃষকদের স্বনির্ভর ও লাভবান করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, কৃষি একটি জাতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষক বাঁচলে, বাঁচবে জাতি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানের কৃষিকে কীভাবে আরও নিরাপদ ও টেকসই কৃষিতে পরিণত করা যায় এবং কৃষকদের কীভাবে আরো স্বনির্ভর ও লাভবান করা যায়, সে বিষয়গুলো সামনে রেখে আমাদের মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করছি। কৃষিকে আমরা সর্বজনীন কৃষিতে পরিণত করতে চাই।

গত ২৬ জানুয়ারি ময়মনসিংহ সদর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সদরের আয়োজনে 'নিরাপদ কৃষি, নিরাপদ কৃষক; নিরাপদ খাদ্যশস্য, পরিপূর্ণ বাংলাদেশ, প্রতিপাদ্য নিয়ে বৃহত্তম ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত দিনব্যাপী কৃষি মেলা ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ভোক্তাপর্যায়ে জনসচেতনতা তৈরি করবে কৃষি তথ্য সার্ভিস – অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মাহমুদুর রহমান কৃষিভিত্তিক টেলিভিশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন

উৎপাদক থেকে ভোক্তা সবপর্যায়ে চাই সচেতনতা। কৃষকের মাঠ থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত আসার প্রতিটি সময় সচেতনতা জরুরি। কৃষক এবং ভোক্তা পর্যায়ে এই সচেতনতা তৈরি করতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ০২/০২/২০২৬ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান। তিনি আরও বলেন কৃষিভিত্তিক টেলিভিশন চালু করা এখন সময়ের দাবি। এর মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কৃষকেরা কৃষির তথ্য সেবার আওতায় আসবে। তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে এআইএসকে যৌথভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রদান

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd